□

২৮.০ উদ্দেশ্য

২৮.১ প্রস্তাবনা

২৮.২ গোষ্ঠী রাজনীতি ঃ ঐতিহাসিক সূত্র

২৮.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

২৮.৪ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ শ্রেণীবিভাজন

২৮.৫ ক্ষমতার নির্দেশক

২৮.৫.১ অর্থ

২৮.৫.২ সদস্যপদ

২৮.৫.৩ মতাদর্শ ও লক্ষ্য

২৮.৫.৪ জনমানসে ধারণা

২৮.৬ উপসংহার

২৮.৭ অনুশীলনী

২৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- গোষ্ঠী রাজনীতি সংক্রান্ত তত্ত্বায়নের ঐতিহাসিক সূত্র। এক্ষেত্রে পশ্চিমি তত্ত্ববিদদের মধ্যে চিন্তাধারার পার্থক্য।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রকৃতি।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজন।
- স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতার নির্ণায়ক।

রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর আলোচনার সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপক ধ্যান-ধারণা ও সেই বিষয়ে নানা দৃষ্টিকোণ জড়িয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মূল উপাদন রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ হলেও

এ সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও তত্ত্ব নির্মাণ সম্ভব হয়নি। বৈচিত্র্যের কারণেই কোন সর্বস¥œত 'গোষ্ঠীতত্ত্ব' বা 'গোষ্ঠী মডেল'-এর মাধ্যমে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস ভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। তবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীর ভূমিকা নিয়ে মতৈক্য থাকলেও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে হলে গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকাকে কোনওভাবে অস্বীকার করা যায় না। একারণেই সমাজবিজ্ঞানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী/স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও কার্যকলাপের ওপর বহু গবেষণা হয়েছে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরে এই ধরনের গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসমূহ বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে শুরু হয়। লক্ষ্যণীয় যে, যে দেশে সরকার-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই দেশগুলিই রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংক্রান্ত চর্চাসমূহ বিশ্লেষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়।

২৮.২ গোষ্ঠী রাজনীতি ঃ ঐতিহাসিক সূত্র

(Gierke)

(Meitland)

(G.D.H. Cole) (Harold Laski)

(Glamplwicz)

(Zimmel)

(Arthur Bently)। যদিও এক্ষেত্রে বেন্টলির সহকর্মী জন ডিউয়ি (John Dewey)-র নামও উল্লেখ করা যেতে পারে তবে ১৯০৮ সালে বিখ্যাত গ্রন্থ (The Process of Government)-এ বেন্টলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবর্গের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এক "সুসংহত অনুসন্ধান" করতে সমর্থ হন। গঠনমূলক সমালোচনার ভিত্তিতে লিখিত এই গ্রন্থে বেন্টলি গতানুগতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের রীতি-নীতির বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' করেন। দৃষ্ট মনের আচরণের মাধ্যমেই একমাত্র রাজনীতি বিশ্লেষণ সম্ভব—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বেন্টলি গোষ্ঠীক্রিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই গোষ্ঠীভিত্তিক প্রক্রিয়াকে বেন্টলি "আদান-প্রদান" (transactions)-এর ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেন। তবে ঐ গ্রন্থে বেন্টলি "আদান-প্রদান" সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেননি।

বেন্টলি গোষ্ঠী রাজনীতির "বৃহত্তর প্রক্রিয়ার" ওপর জোর দিলেও, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিশ্লেষণে চাপসৃষ্টিকারী/স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কেন্দ্রবিন্দুতে আসে, ফলে বৃহত্তর প্রক্রিয়ার বদলে এক নির্দিষ্ট বা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আলোকপাত করা শুরু হয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ জননীতি বা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন বা কার্যকলাপের ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা আলোচিত হতে থাকে।

২৮.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তা আরও জোরদার করতে বা অন্তত অপরিবর্তিত রাখতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে ঐ গোষ্ঠী (সমূহ) সমাজ সংগঠন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও একটি বিশেষ অংশ বাস্তবায়িত করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান কায়েম করতে চায়। **বর্তমান যুগে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর গুরুত্ব এতই বেড়েছে যে বলা হয় এদের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধির ফলে রাজনীতি এক বৃহত্তর প্রক্রিয়া থেকে একক বিষয় (Single issue)-ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হচ্ছে।**

২৮.৪ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ শ্রেণীবিভাজন

(১ (Sectional Group);

(২) (Promotional Group)

¥¤

/

/ (Green peace)

২৮.৫ ক্ষমতার নির্দেশক

২৮.৫.১ অথ

সদস্যপদ

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা নীতি প্রণয়নকারীদের কাছে গোষ্ঠীর বক্তব্য পৌঁছে দিতে ঐ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা, বিশেষ করে সক্রিয় সদস্যদের সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। এক ধরনের মূল্যবোধ, নীতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সদস্যরা সংখ্যায় বেশি হলে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর দাবীকে সরকার সহজে উপেক্ষা করতে পারে না।

মতাদর্শ ও লক্ষ্য

কোনও গোষ্ঠীর মতাদর্শ সরকারি চিন্তাভাবনার পরিপন্থী হলে ঐ গোষ্ঠীর ক্ষমতা যেমন কমার সম্ভাবনা থাকে তেমনি কোনও গোষ্ঠীর মতাদর্শ সরকারের কাছে বিপজ্জনক মনে না হলে সে গোষ্ঠীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

জনমানসে ধারণা

কোনও গোষ্ঠীর ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে যদি ঐ গোষ্ঠী সম্পর্কে জনমানসে সাধারণভাবে এক সদর্থক ধারণা থাকে। সাধারণত যে গোষ্ঠী জনসাধারণের কাছে ক্ষমতা পায় সরকারও সে গোষ্ঠীর বক্তব্য উপেক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে, কোনও গোষ্ঠী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকলে সে গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও গুরুত্ব কমে যায়।

২৮.৬ উপসংহার

রাজনীতিতে গোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণের সঙ্গে বহুত্ববাদের প্রত্যক্ষ যোগের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্তি হল, সমাজে নানা গোষ্ঠীর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে গোষ্ঠীগুলি রাজনীতিতে এক ধরনের "প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য" ও গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল তৈরিতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে কোনও এক বিশেষ স্বার্থ বা গোষ্ঠী আধিপত্য জারি করতে পারে না, ফলে ঐ ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা হয়। আবার এই ভারসাম্য এমন হয় না যার ফলে প্রত্যেক গোষ্ঠীই সমানভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত নয়া দক্ষিণপন্থী (New Right) চিন্তাধারা অনুসারে বলা হয়, সরকারি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া সরকার, মালিকগোষ্ঠী ও ইউনিয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অন্য গোষ্ঠীসমূহের এই ত্রিমুখী কাঠামোয় যোগ দেওয়ার "ক্ষমতা নেই"। সুতরাং বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বিতর্কিত উপাদান।

২৮.৭ অনুশীলনী

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। গোষ্ঠীরাজনীতি বিশ্লেষণে যে-কোনও চারজন পথিকৃতের নাম উল্লেখ করুন।

২। আর্থার বেন্টলি প্রণীত গ্রন্থের নাম কী?

সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে গিয়র্ক ও মেইটল্যান্ডের বক্তব্য কী?

২। গোষ্ঠী রাজনীতিকে বেন্টলি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

১। বিভাগীয় ও মতপ্রচারকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

২। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্ষমতার নির্দেশসমূহ উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

২৮.৮ উপসংহার

১। D. L. Sillsed : International Encyclopedia of Social Sciences, Vols. 11 + 12, 1962, pp. 241-245.

২। A. Grant : The American Political Process (Dartmouth), 1994.

৩। G. A. Almond and G. B. Powell, Jr. : Comparative Politics (New Delhi), 1972, pp. 74-79.